বর্ণবাদী-সংলাপ

(নোবেল বিজয়ী নাইজেরিয়ান কবি ওলি সোয়েঙ্কা রচিত
"Telephone conversation" এর বাংলা অনুবাদ)

ভাড়াটা মনে হল যুক্তিসংগত,
লোকেসনের ব্যাপারে আমার কোন পছন্দ নেই।
বাড়ীর মালিক ভদ্রমহিলা জানাল,
সে পাশের ফ্লাটেই থাকে।
'ম্যাডাম', আমি সাবধান করতে চাইলাম।
'আমি নিস্ফল কোন যাত্রাকেই পছন্দ ক রি না!
আমি একজন আফ্রিকান।'
অপর প্রান্তের নিশব্দতা জানান দিল তার কুলীন ভদ্রতা!
কণ্ঠস্বর যখন ফিরে এল, তা মনে হল সোনায় মোড়ানো সিগারেট হোলডার দিয়ে বেরিয়ে আসছে।
আমি ধরা পড়লাম অনেকটা অশ্লীলভাবে।

''কি পরিমান কালো?'' আমি ভুল শুনিনি।
''তুমি কি হালকা ভাবে কালো?''
বোতাম ক, বোতাম খ।
খানিকটা কানামাছি খেলার চেষ্টা করলাম।
লাল রংয়ের টেলিফোন বুথ
লাল রংয়ের খাম্বা
লাল রংয়ের দুতালা বাস চলে যাচ্ছে কালো রংয়ের পীচঢালা পথ দিয়ে।
নিজের আচারবর্জিত নীরবতা, আমি সমর্পণ করলাম নিজের হীনমন্নতায়।
তার কাছ থেকে আরও সরল ব্যাখ্যা মাংলাম!

মহিলা খুবই বিবেচক। বিভিন্নভাবে সে প্রশ্ন করল একটা পর একটা।
''তুমি কি ঘোর কালো? নাকি খুব হাল্কাভাবে কালো?''
''তুমি বুঝাতে চাও - দুধের মত, অথবা দুধ-চকোলেটের মত?''
একজন শল্যচিকিৎসকে র নিরপ্পত্ততায় সে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করল।
আমি বল্লাম, ''পশ্চিম আফ্রিকান সেপিয়া!'' এবং অনেকটা পরবর্তি চিন্তায় বললাম
''আমার পাসপোর্ট।'' নিরবতা নেমে এলো অপর প্রান্তে, মাউতপীসে কঠীন শুনালো ''কি সেটা?''
আমি স্বীকার করলাম আমি সঠিক জানিনা কি সেটা?
''ব্রুনেটের মত, সেটা তো কৃষ্ণবর্ণ - তাই নয় কি?''
''পুরাপুরি নয়। আমার মুখমন্ডল হচ্ছে ব্রুনেট।
আমার হাতের তালু পাংশুটে সাদা,
কিন্তু ম্যাডাম, আপনার উচিত আমাকে সামনা সামনি দেখা!''
বুঝতে পারলাম সে রিসিভার রেখে দিচ্ছে।

(কবিতাটি ১৯৫০ ও ১৯৬০ দশকের বর্ণবাদী সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত)
অনুবাদঃ ডঃ খায়রুল হক চৌধূরী